R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং— ১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
২য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১২ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৫ সাল।
২৭শে মে, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

নির্বাচনের মুখে গ্রামে গ্রামে বোমাবাজী। সন্ত্রাসের অভিযোগ সব শিবিরেই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে বিরোধী দল দ্বারা বোমাবাজি, মারধোর, লুঠপাট, হুমকির অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ উঠছে। কংগ্রেসী বিধায়ক হবিবুর রহমান জানিয়েছেন সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েত-এর শ্রীধরপুর এবং ইমামনগরে দাগী আসামী এজা সেখ, সেখ সালাম সি পি এমের হয়ে অত্যাচার করছে। জে.তকমলের জাগনপাড়ায় কংগ্রেস প্রার্থীদের বোমা নিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। দফরপুরের রওজাপাড়ায় আনিসুর রহমান নামে এক কংগ্রেস কর্মীকে ছুরিকাহত করা হয়। সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তেঘরীর মহলদারপাড়ায় সিরাজ সেখ সি পি এমের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি। এছাড়া তেঘরীতে এক নিরীহ মহিলাকে না জানিয়ে তার সই জাল করে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দেওয়া হয়। তিনি বিডিওকে এ নিয়ে অভিযোগ জানালে তাঁকেও হুমকী দেওয়া হচ্ছে। ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হক জানাচ্ছেন জিগরি, তারাপুরে সিপিএমের অত্যাচার চলছে। এর জন্য তার অনশন করা সত্বেও গ্রামবাসীরা গ্রামে ঢুকতে সাহস পাচ্ছেন না। মির্জাপুরের সন্তোষপুর নওদাতে তৃণমূল কর্মীদের উপর সন্ত্রাস চলছে পুরোদমে বলে তৃণমূল সূত্রে অভিযোগ। অপরদিকে মিঠিপুর থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন ২২ মে থেকে তৃলমূল কর্মী ও সিপিএম সমাজবিরোধীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে জনজীবন বিপর্যস্ত। গত ২৪ মে ই এফ আর মোতায়েন করায় অবস্থা একটু আয়ত্বে এসেছে। (৩য় পৃষ্ঠায়)

পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস ছন্নছাড়া হতাশ মইনুল, আশায় হবিবুর-সোহরাব

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহকুমায় কংগ্রেসের অবস্থা রঘুনাথগঞ্জ-১ নং ব্লকে দলের প্রার্থী সংখ্যা দেখলে অনেকটায় পরিষ্কার হয়ে যাবে। কানুপুরের ১৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত ৬টিতে কংগ্রেস প্রার্থী নেই, প্রার্থী নেই মির্জাপুরের ১৮টির ১১টিতে, জানুয়ারে ১৭টির ৯টিতে, দফরপুরে ১৭টির ৫টিতে এবং রাণীনগরের ৩টিতে। রঘুনাথগঞ্জ ২ নং ব্লকের গিরিয়াতে একটিতেও কংগ্রেস প্রার্থী নেই। প্রার্থী নেই সুতির অনেক গ্রাম পঞ্চায়েতে। কারণ ঘাস ফুলের কচি শীষের বাড়বাড়ন্তে বহু কংগ্রেস কর্মী এখন 'হাত' থেকে বেহাত হয়ে গেছেন। তাই বাধ্য হয়েই কংগ্রেসকে অনেক 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' তৃণমূল-বিজেপির সঙ্গে প্রেম করে গাঁটছড়া বাঁধতে হচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লক সভাপতি অরুণ সরকার জানিয়েছেন যেখানে তাঁদের প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা নেই সেখানে তাঁরা একত্রিত বাম বিরোধী ভোটের দিকে তাকিয়েই দলীয় প্রার্থী দেননি। আর প্রার্থী হবার লোক থাকলেও দলের প্রচার করার লোক অনেক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না। দলের এই অবস্থায় হতাশ ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হক। অনশন করেও দলের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পেরে মইনুল আমাদের জানিয়েছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে (৩য় পৃষ্ঠায়)

পঞ্চায়েতে বিপুল জয়ের লক্ষ্যে ফ্রন্ট

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে লোকসভা নির্বাচনের মতই বিপুল জয়ের আশা করছেন মহকুমার বামপন্থী নেতৃবৃন্দ। নির্বাচনে সমস্ত আসনেই বাম-পন্থী প্রার্থী থাকলেও কোন বিরোধী দলই সব আসনে প্রার্থী দিতে না পারায় অধিক সংখ্যক বোর্ড গঠন করার লক্ষ্যে বামপন্থী নেতারা চেষ্টা চালাচ্ছেন। আমাদের প্রতি-নিধিদের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে জঙ্গিপুর জোনের সম্পাদক ও জবরদস্ত সি পি এম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানালেন রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের ৫টি কংগ্রেসী গ্রাম পঞ্চায়েত এবার কংগ্রেসের হাতছাড়া হবেই, ১০টি পঞ্চায়েতে এবার তারাই বোর্ড গঠন করবেন বলে একশোভাগ নিশ্চিত। ১ নং ব্লকের রাণী-নগরে কংগ্রেস বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না বলে তাঁর ধারণা। সাগরদীঘির মোট ১১টির মধ্যে ৯টিতে কংগ্রেসীরা গতবার বোর্ড গঠন করলেও এবার একমাত্র মনিগ্রাম ছাড়া সবকটিতে বামফ্রন্ট বোর্ড (৩য় পৃষ্ঠায়)

তৃণমূলের বন্ধ শান্তিপূর্ণ

স্থানীয় সংবাদদাতা ঃ আর পাঁচটা বন্ধের মতই পঞ্চায়েত নির্বাচনের তিনদিন আগে সি পি এমের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে ১২ ঘন্টার বাংলা বন্ধকে ছুটির দিনের আমেজেই উপভোগ করেছেন মহকুমাবাসী। মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানান হয়েছে বাসুদেবপুর ও ধুলিয়ান গঙ্গা ষ্টেশনে রেল রোকো হলেও পরে তা পুলিশী হস্ত-ক্ষেপে উঠে যায়। জঙ্গিপুর পৌরসভা ও রঘুনাথগঞ্জ প্রধান ডাকঘরে যথারীতি কাজ হয়েছে। জীবন বীমার রঘুনাথগঞ্জ শাখার গেটে বেলা দশটায় কোন বাধা না পেয়ে বহু কর্মী অফিসের হাজিরা (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ভি ভি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৫ সাল।

।। নজরুল জন্মশতবর্ষ ।।

বাংলার প্রাণের কবি, চির তারুণ্যের উদ্‌গাতা, সামাজিক অন্যায়-অবিচার-কুসংস্কারে বিদ্রোহী যোদ্ধা, কোমল প্রেমের পসারী ও সাধকোত্তম ভক্তহৃদয়ের কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবর্ষ। কঠে রে-কোমলে নানা বৈপরীত্যের এই 'বিস্ময়'-কে আমরা অন্তরের প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে, পরাধীন ভারতবর্ষের গ্রামবাংলার একটি অতি সাধারণ ঘরের সন্তান, যাঁহাকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করিতে রুটির দোকানে ময়দা ঠাসিবার কাজ লইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়, যিনি অভাবের তাড়নায় একাধিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, যিনি দশম শ্রেণীতে পাঠকালে যুদ্ধে যোগদান করেন, সেই নজরুল উত্তরকালে বাংলার সাহিত্য-অঙ্গনে ধূমকেতুর মত কবি হিসাবে আবির্ভূত হইবেন। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রাখর্যের মধ্যেও নজরুলের কবিপ্রতিভা স্তিমিত হয় নাই। 'বল বীর / চির উন্নত মম শির।' —আত্ম-মর্যাদাবোধের এই যে কবির উদাত্ত আহ্বান, তাহা তখনকার দিনের যুবসমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। নৈরাশ্যপূর্ণ যুবমন যেন এক প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস লাভ করিল কবির বাণীতে—'তোমাতে জাগেন যে মহামানব, তাঁহারে জাগায়ে তোলো।' .....'তুমি অমৃতের পুত্র অজেয়, নিজে ভগবান কহে' .....'তুমি হতে পার কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামানুজ, শঙ্কর, / প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, সিরাজ, রাণাপ্রতাপ, আকবর।' তাঁহার লেখনী অবিশ্রান্তভাবে সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আবার তাহা চির তারুণ্যের জয়গানে মুখর হইয়া উঠিল। অপর পক্ষে প্রেমের কোমলতা ও রোমান্টিকতায় পরিপূর্ণ তাঁহার কবিমন অজস্র গানের মধ্য দিয়া বাংলাসাহিত্যের সঙ্গীত-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিতে লাগিল। রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভা যখন সাহিত্যাকাশে প্রখর দীপ্তি ছড়াইতেছিল, তখন দুখু মিয়া (কবি নজরুলের ডাক নাম) আপন কাব্যিক বৈশিষ্ট্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী তাঁহার লেখায় যেমন প্রকাশিত, তেমনই হিন্দুধর্মের মধ্যেও তাঁহার বিচরণ এক বিস্ময়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল রসন'/রাধা রাধা বল', 'ওরে নীল যমুনার জল,/বল না আমায় বল,/ কোথায় ঘনশ্যাম।' প্রভৃতি সঙ্গীত পরম বৈষ্ণব সাধকের পদ। আবার 'বল রে জবা বল,/কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল।' 'মহাকালের কোলে বসে/গৌরী হল মহাকালী।' প্রভৃতি বিশিষ্ট শক্তি সাধকের সাধনগীতি নরনারীর হৃদয়ের যে প্রেমাবেগ, নজরুলের গানে তাহার অজস্র প্রকাশ। তাঁহার ঠুংরি ও গজল ঠাটের প্রেমবিষয়ক রাগাশ্রয়ী গানগুলি বিস্মৃত হইবার নয়। এই কারণে 'নজরুল গীতি' বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশিষ্ট সম্পদ।

কবি নজরুল 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক ৺শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)-কে অগ্রজতুল্য বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাকে 'দাদা' সম্বোধন করিতেন। তিনিই বর্তমান সম্পাদকের প্রয়াত অগ্রজের 'অরিন্দম' নামকরণ করিয়াছিলেন।

ময়দামাখা কাজে নিযুক্ত পাঁচ টাকা মাস মাহিনার দুখু মিয়া, যুদ্ধের সৈনিক নজরুল, পরিণতি লাভ করিলেন কবি ও সাঙ্গীতিক কবি নজরুল ইসলামের। এই কবির জন্মশতবর্ষে পত্রিকার পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

ভোটকে কেন্দ্র করে দাদাঠাকুরের কবিতা

ইলেকসনে বিপরীত রীত

দ্বিজ নন্দন চন্দন পুষ্প করে,
অতি হীন জনে ধরি তুষ্ট করে।
কত বিপ্র কুলোদ্ভব বর্ণ গুরু
এক ভোট তরে ধরে শূদ্র উরু।
ধরি বিপ্র পদে নত শূদ্র কহে,
ছি ছি কী কর ঠাকুর কী কর হে
নতজানু হয়ে মম জানু ধরি
তব সূত্র-শিখা অপমান করি,
ইহকাল তরে পরকাল দিলে,
প্রভু হীরক ফেলি ছি কাচ নিলে!
কত অট্টালিকাবাসী পাট্টাধারী।
চলে বিদ্বান উদ্যান-পাল বাড়ী।
কত শিক্ষাভিমানীরা ভিক্ষা করে,
চলে লক্ষপতি দীন লক্ষ্য করে'।
ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দে যে 'ত্যানা' কহে,
বলে 'তেনু কাকা' বাড়ীতে আছ হে?
যিনি তস্কর দলপতি দৈত্য গুরু
তিনি বাক্য দানে আজি কল্পতরু,
ঠেলি নর্দ্দমাকর্দ্দমে অর্দ্ধ রাতে,
কত মর্দ্দ জনে ফিরে ফর্দ্দ হাতে।

[জঙ্গিপুর সংবাদ]
১৩৫১ সাল ১১শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা

ক্যানভাসার

('আমার মন যদি যায় ভুলে'—সুরে।)

আমি পরের 'ক্যানভাসার'।
পরের জন্য পরের কাছে করি কান্না সার।
পরে দুধে চুমুক দিবে বাটী যোগাই তার।
আমি পরের জন্যে চিনি বহি,
ঘাস আমার আহার।
মানুষ বলে যে মানুষকে করিনি 'কেয়ার'।
আজ নিরেস লোককে সরেস করা
ব্যবসা আমার।
পরার্থ-পর আমার মত কজন আছে আর।
পরে দিতে পদ ধরি পর পদ পর মোর
সারাৎসার॥
ঘৃণা, লজ্জা, কুল, মান করিয়াছি পরিহার।
আমি অক্রোধ পরমানন্দ বিনয়ের অবতার।
কাজটি হাসিল হয়ে গেলে তখন কেবা কার।
দিব্য চক্ষে স্বরূপ আমার দেখবে পরিষ্কার॥
কবি বলে, দালাল তুমি, তোমায় চেনা ভার,
তোমার পেটের জন্য ব্যবসাদারী,
পেট মহাভাণ্ডার॥

[জঙ্গিপুর সংবাদ]
১৩৩৩ সাল ১৩শ বর্ষ ১৩ সংখ্যা

ভোট নিয়ে যা

ঘাটে ডিঙা লাগায়ে 'বঁধু ভোট নিয়ে যা'।
ভোট নিয়ে যারে আমার ভোট নিয়ে যা'।
কোন্ গাঁয়ের তুই ভোট ভিখারী
কোন্ গাঁয়ে তোর ঘর?
ভোট নিবি তো গোটা কত
কথার জবাব কর।
এবার নূতন নামলি না তুই
আর একবারও ছিলি?
ছিলি যদি বল্ না দেশের
কি ফয়দা করিলি?
চৌষট্টি হাজারীর যখন
মাইনে কমার কথা।
কমার দিক কি বাড়ার দিকে
নেড়েছিলি মাথা।
ভোট যদি তুই দিয়ে থাকিস্
মনসবদারের 'ফরে'।
গরীব দেশের নহিস্ কেহ
ভোট দিব না তোরে।
নূতন মানুষ হস্ যদি তুই
এবার নূতন ব্রত।
এর আগে তুই দেশের জন্যে
করেছিস্ কি কত?
মানের জন্য ভোট চাহিতে
এসে থাকিস্ যদি
ভাগ হিঁয়াসে মতলব বান্দা
চাইনে খে'সামোদি।

(বিদূষক, ১ম বর্ষ ৮ই আষাঢ় শনিবার ১৩৩০, ২৩শ হর্ষ)

অভিযোগ সব শিবিরেই (১ পৃষ্ঠার পর)

সিপিএমের মৃগাঙ্কবাবুর অভিযোগ ২২ মে পিয়ারাপুরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের জনসভার সুযোগে তৃণমূল কর্মীরা সিপিএম কর্মীর ১১টি বাড়ীতে লুঠপাঠ করে। এরই জের হিসাবে ঐদিন বিকালে ও পরের দিন গ্রামে দফায় দফায় সংঘর্ষ হচ্ছে। এতে আহত হয়ে একজন সিপিএম কর্মী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন আক্রান্ত না হলে কোথাও কোনো সিপিএম কর্মী প্রতি আক্রমণ করছেন না। দুইটি লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক আটক করে নিয়ে এসে সুবোধ দাস এবং বাদল দাস নামে দুইজন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রতিমুহূর্তের এই সংঘর্ষে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত। সেকেন্দ্রা গ্রাম জুরে বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র ঢালাও কারবার। নির্বাচনের দিনেও এই সংঘর্ষ ঘটতে পারে বলে তাদের আশঙ্কা। মহকুমা পুলিশ প্রশাসক স্বপন কুমার মাইতি অবশ্য পত্রিকাকে জানিয়েছেন, নির্বাচন পূর্ববর্তী রাজনৈতিক সংঘর্ষ এখনও গুরুতর আকার নেয়নি, উত্তেজনা আছে। তবে যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় দুই কোম্পানি ইএফআর, ৬০ জন রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ মহকুমায় এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও আসতে পারে। নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা থাকলেও সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে বলে তিনি জানান।

আশায় হবিবুর, সোহরাব (১ম পৃষ্ঠার পর)

দলের ভালো ফলের সম্ভাবনা কম। এক সিপিএম ছিল, এবার তৃণমূল দোসর জুটেছে। ফারাক্কা অঞ্চলে বিজেপির দাপট দীর্ঘদিনের। তাই কিছু জায়গায় বিজেপির সংগে সমঝোতা করা ছাড়া উপায় ছিল না বলে মইনুল জানিয়েছেন। কিন্তু এ হেন পরিস্থিতিতেও আশায় আশায় রয়েছেন জঙ্গিপুরের বিধায়ক হবিবুর রহমান। পত্রিকার প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাতকারে হবিবুর গতানুগতিকতায় জানিয়েছেন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হলে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ১০টির মধ্যে বর্তমানে দখলে রাখা ৫টি ও আরও দুটিতে তারা বোর্ড গঠনে সক্ষম হবেন। সেই সঙ্গে তিনি সিপিএম কর্মী দ্বারা কংগ্রেস প্রার্থী ও কর্মীদের ভয় দেখানো, মারধোরের অভিযোগ করেছেন। গিরিয়াতে স্থানীয় কর্মীদের মনোভাবকে গুরুত্ব দেবার জন্যই বিজেপির সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছে বলেও তিনি জানান। তবে জোতকমল, তেঘড়ি, সম্মতিনগরে কংগ্রেস প্রার্থীদের অবস্থা ভালো বলেই তাঁর ধারণা। একই মত সুতীর বিধায়ক মহঃ সোহরাবের। গত ৯৩-এর নির্বাচনে মহকুমায় কংগ্রেস মোট ১২৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৪৯৭টি, ১৮৩টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ৭৪টি ও ১৪টি জেলা পরিষদের মধ্যে ৩টিতে জিতেছিল। এর মধ্যে সাগরদীঘির ২৪০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১২৪টিতে কংগ্রেস জেতে। এবারে সেখানে একমাত্র মনিগ্রাম ছাড়া কংগ্রেস এর বিশেষ কোনো আশা নেই বলে দলীয় কর্মীদের ধারণা। সুতী ১ ও ২নং ব্লকে দলের অবস্থা ৯৩-এ সিপিএম থেকে এগিয়ে থাকলেও এবারে সেখানেও দলের অবস্থা কাণ্ডারীহীন ভাঙ্গা নৌকার মতোই। তবুও এর মধ্যে কংগ্রেসী স্থানীয় নেতারা পঞ্চায়েতে সিপিএমের চুরি, আর সন্ত্রাস নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন। আশা করছেন লোকসভা নির্বাচনে মহকুমায় ভরাডুবি এবং তৃণমূলের দিকে রাজ্যের অন্য অংশের মতোই মহকুমায় বহু কংগ্রেস কর্মীর যোগদান সত্বেও ভালো ফলের। তবে আশার কথা মহকুমা স্তরে প্রধান প্রতিপক্ষ বামফ্রন্ট নেতৃত্ব এখনও প্রধান বিরোধী হিসাবে কংগ্রেসকেই চিহ্নিত করছে।

বিজয়ের লক্ষ্যে বামফ্রন্ট (১ম পৃষ্ঠার পর)

করবে। সুতী-১নং ব্লকে হাড়োয়া ও নুরপুর ছাড়া বাকী চারটি পঞ্চায়েত বামপন্থীরা দখল করবে বলে তিনি দাবী করেছেন। নির্বাচনের এই বিপুল জয়ের আশার পিছনে তিনি তিনটি কারণের কথা বলছেন। লোকসভা নির্বাচনে ভরাডুবি এবং তৃণমূলের বাড়বাড়ন্তে বহু কংগ্রেসীর দলত্যাগ, কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধানদের পুকুর চুরি ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা এবং সব আসনে কোনো বিরোধী দলেরই প্রার্থী না থাকাকে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন। তবুও তাঁর মতে মহকুমায় কংগ্রেসকেই সিপিএম এখনও প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করছে। তবে কিছু জায়গা যেমন রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের গিরিয়াতে কোনো কংগ্রেস প্রার্থী না থাকায় তৃণমূল কিছু আসনে জিতবে বলে তাঁর ধারণা। সুতীতে বামফ্রন্টের মধ্যে অনৈক্য ও আসন সমঝোতা না হবার জন্য আরএসপি'র একগুঁয়েমিকে দায়ী করে শ্রীভট্টাচার্য্য বলেন গতবারের তুলনায় এবার বেশী সিট দেবার কথা বললেও আরএসপি কিন্তু অযৌক্তিক দাবী করে। তাই সমঝোতা হয়নি। এ প্রসংগে আরএসপি নেতা প্রদীপ নন্দী বলেছেন ৯৩ এ সমঝোতা হবার পরও সিপিএম গোঁজ প্রার্থী দেওয়ায় এবার তাঁরাও একই কেন্দ্রে নিজেদের মধ্যে নির্বাচনী লড়াই করছেন। নির্বাচনের আগে বিভিন্ন জায়গায় সিপিএম কর্মীদের দ্বারা (শেষ পৃষ্ঠায়)

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

সি আর পি ঘাট কি আবার আমুহার রূপ নেবে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ব্যারেজ পরিচালিত শুধুমাত্র ব্যারেজ ষ্টাফ ও সি, আ ই, এস, এফ কর্মীদের পারাপারের জন্য সি আর পি ঘাট নামে একটা ঘাট চালু আছে। কিন্তু ঘাট ইজারাদার মুনাফা লোটার ধান্ধায় ব্যারেজের নিয়ম-কানুনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ঐ এলাকার লোকজন ঐ ছোট্ট নৌকায় প্রচুর পরিমাণে পারাপার করছে যাত্রী পিছু আট আনা ও সাইকেলসহ এক টাকার বিনিময়ে। যে কোন মুহূর্তে নৌকাডুবি হবার সম্ভাবনা আছে। ব্যারেজ এক্সিকিউটিভ অফিস থেকে সি আর পি ঘাট তিন মিনিটের রাস্তা হলেও কর্তৃপক্ষ কিছু দেখেও দেখেন না বলে মনে হয়

বন্‌ধ শান্তিপূর্ণ (১ম পৃষ্ঠার পর)

খাতায় সই করলেও পরে তৃণমূল কর্মীদের অনুরোধে অফিস বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাঙ্কগুলো বন্ধ ছিল। বন্‌ধ নিয়ে কোনো দলের পক্ষে হামলা ও গণ্ডগোলের অভিযোগ করা হয়নি। কংগ্রেস ও বিজেপি এই বন্‌ধকে নীতিগত সমর্থন করে।

বিজয়ের লক্ষ্যে ফ্রন্ট (৩য় পৃষ্ঠার পর)

তৃণমূল কর্মীরা অত্যাচারিত হবার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মৃগাঙ্ক বলেন, প্রথমে আক্রান্ত না হলে তার দলের কর্মীরা কাউকে আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করছে না। সেকেন্দ্রার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দাবী করেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের ২২ মের সমাবেশের দিনে সকালে তৃণমূল কর্মীরা সেকেন্দ্রা গ্রামে ১১টি বাড়ীতে লুটপাঠ করে। এবং জেরে ঐ দিন বিকেলে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। ৯৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহকুমার সাতটি ব্লকের মোট ১২৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সিপিএম পায় ৫২০, আর এস পি ৪৯ ; ফঃ বঃ ৩ ও সিপিআই ২। পঞ্চায়েত সমিতির ১৮৩টির মধ্যে বামপন্থীরা পায় ১০০টি জেলা পরিষদের ১৪টির ১১টি বামপন্থীদের দখলে ছিল। এবার পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা কয়েক জায়গায় কমে যাওয়ায় সংখ্যার বিচারে না হলেও শতকরা হিসাবে বামফ্রন্টের ফল আরও ভালো হবে বলে বামপন্থী কর্মী ও নেতাদের আশা।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের
কার্ড পাওয়া যায়।
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— *ডাঃ সাহা*

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক. ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | *ধনঞ্জয় কাদিয়া* ম্যানেজার | *অচিন্ত্য মনিয়া* সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) সিন ৭৪২০২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।